কালের কণ্ঠ

তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারের আপিলে ১০ হাজার শিক্ষক পরিবারে উদ্বেগ

এম বদি-উজ-জামান ▷

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্বরামকৃষ্ণপুর গ্রামের রুখসানা পারভীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। ইডেন কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স-মাস্টার্স করেছেন। ২০১০ সালের নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। দীর্ঘদিন পর গত জুন মাসে তাঁকে একই উপজেলার খেইশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু ওই নিয়োগ নিয়ে সরকারের একটি আপিল রুখসানার পরিবারে আবার হতাশা-উদ্বেগ টেনে এনেছে।

শুধু রুখসানা নন, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার হামকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাবিবুর রহমান, একই উপজেলার মাদাইনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনিকা পারভীনসহ সারা দেশে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক পরিবারেই হাসি-আনন্দে ছেদ টেনে দিয়েছে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের করা আপিল। হাইকোর্টে মামলা করে চাকরি পাওয়া এসব শিক্ষকের নিয়োগের বিষয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের করা ৩০১টি আপিল আবেদন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন।

রুখসানা পারভীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও সরকার বছরের পর বছর বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ অবস্থায় হাইকোর্টে মামলা করার পর আদালত আমাদের নিয়োগ দিতে সরকারকে নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশের পর মেধা তালিকার ভিত্তিতে সরকার আমাদের নিয়োগ দেয়। জুন মাস থেকে এসব নিয়োগ শুরু হয়। এরপর থেকে নিয়মিত বেতন পেয়ে আসছি। ঈদ বোনাসও পেয়েছি। আমাদের মামলার কারণেই সরকার ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। এখন মামলা করার কারণে সরকার যদি আপিল করে তাহলে আমাদের কী হবে?'

রুখসানা পারভীনসহ কয়েক হাজার শিক্ষকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সিদ্দিক উল্যাহ মিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মামলা করার পর সরকার ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। এর মধ্যে মামলাকারী ১০ হাজার ব্যক্তি আছেন। অর্থাৎ মামলাকারী ছাড়াও আরো ১৬ হাজার লোককে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। অথচ মামলাকারী ১০ হাজার জনের বিষয়ে সরকার আপিল করেছে। এটা হলে মামলাকারী ১০ হাজার শিক্ষক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবেন।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আপিল বিভাগের রায়ের পর সরকার বাধ্য হয়ে নিয়োগ দিয়েছে। তাই নিয়োগ কার্যকর হওয়ার পর করা এই ৩০১টি মামলার আপিলের পরিণতিও একই হবে। সরকার মামলায় জিততে পারবে না। কারণ নিয়োগের পর এসব আপিল আইনগতভাবেই অকার্যকর হয়ে গেছে। এখন সরকারের উচিত হবে আপিল প্রত্যাহার করে নেওয়া।'

এই আইনজীবী আরো বলেন, 'উচ্চ আদালতের রায়ের পর এখনো প্রায় চার হাজার লোককে নিয়োগ দেয়নি সরকার। ফলে আদালত অবমাননা করছে শিক্ষা অধিদপ্তর তথা সরকার। এ কারণে শিক্ষা অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।'

হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগের পর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল

শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (আইন শাখা) মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, হাইকোর্টের রায়ের পর ওই সব আপিল আবেদন করা হয়। এটা নিয়ম অনুযায়ীই করা হয়েছে। আপিল আবেদন আদালতে দাখিল করার পর মামলাকারীসহ অপরাপর ব্যক্তিকে উপজেলা মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে, যা এখনো চলমান। এ পরিস্থিতিতে আগে করা ওই সব আপিল আবেদন প্রত্যাহার করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ১১ এপ্রিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ৪২ হাজার ৬১১ জনকে নিয়োগের জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হয়। এদের মধ্যে ১০ হাজার ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেয় সরকার। যদিও ঘোষণা ছিল সবার নিয়োগ হবে। কিন্তু বাকি ৩২ হাজার ১০৪ জনকে নিয়োগ না দিয়ে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকার। ২০১২ সালের ২১ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জারি করা পরিপত্রে বলা হয়, উপজেলাভিত্তিক নয়, ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগ হবে। এ অবস্থায় নিয়োগ বঞ্চিতদের মধ্যে নওগাঁ জেলার ১০ জন ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ এবং তাঁদের নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। এ আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০১৪ সালের ১৮ জুন হাইকোর্ট এক রায়ে রিট আবেদনকারী ১০ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন এবং ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল বিভাগে আপিল করার অনুমতি চেয়ে (লিভ টু আপিল) আবেদন করে। এ আবেদন গত বছরের ৭ মে খারিজ করেন আপিল বিভাগ। এরপর সরকার এই রায় পুনর্বিবেচনা করতে রিভিউ আবেদন করলে তা গত ১১ ফেব্রুয়ারি খারিজ করেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

এরই মধ্যে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ২২ হাজার ৯২৫টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। এরপর সরকার প্যানেল থেকে নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আর নিয়োগবঞ্চিত প্যানেলভুক্ত প্রার্থীরা আন্দোলনে নামেন। পাশাপাশি অনেকেই হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।

নওগাঁ জেলার ১০ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে বাধ্য হয় সরকার। এরই মধ্যে নিয়োগবঞ্চিতরা আরো কয়েক হাজার রিট আবেদন করেন। হাইকোর্টে একের পর এক মামলায় রায় আসতে থাকে ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। ফলে সরকার বিপাকে পড়ে যায়। মামলা মোকাবিলা করবে নাকি নিয়োগ দেবে—এ রকম পরিস্থিতিতে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামত চায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। মন্ত্রণালয় থেকে আপিল না করে নিয়োগের বিষয়ে মতামত দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এর পরই সরকার আইনি জটিলতা এড়াতে প্যানেলভুক্তদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত জুন মাসেই প্রায় ১৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয় সরকার। পর্যায়ক্রমে আরো প্রায় সাত হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এঁরা সবাই ২০১০ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উপজেলা মেধা তালিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ নিয়োগপ্রক্রিয়া চলমান রেখেছে। এখনো প্রায় চার হাজার প্রার্থী নিয়োগবঞ্চিত রয়েছেন। এঁদেরও পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেওয়া হবে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়ার আগেই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।